কাশ্মীর নিয়ে বিপদে পড়তে পারে মোদি সরকার

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে ছিনিয়ে নিয়েছে, যা বিতর্কিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটিকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল এবং একে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (রাজ্যগুলোর নিচে মর্যাদায়) বিভক্ত করেছে, যেখানে সরকার আরও প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করতে পারবে। ভারতের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদে কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সাত দশক আগে সদ্য স্বাধীন ভারতে এর প্রয়োজন ছিল। এখন এই বিশেষ মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে ভারত সরকার এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন করেছে।

মোদি সরকার খুব ভালো করেই জানে যে এই পদক্ষেপটি কাশ্মীর ও পাকিস্তান ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল ঘোষণার আগের কয়েক দিনে সরকার এই অঞ্চলে অতিরিক্ত ১০ হাজার সেনা মোতায়েন করে। পদক্ষেপ ঘোষণার পর সরকার কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপর কারফিউ চাপিয়েছে; পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের সরিয়ে নিয়েছে; স্থানীয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের (যাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছিলেন) গৃহবন্দী করে রেখেছে এবং গোটা রাজ্যে মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

পাকিস্তান ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবেই মোদি সরকারের এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে একে অবৈধ বলে উল্লেখ করেছে এবং এর মোকাবিলায় ‘সম্ভাব্য সব বিকল্প প্রয়োগ’ করার অঙ্গীকার করেছে। এতে দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ক্ষমতাসম্পন্ন এই দুটি দেশের মধ্যে আরেকটি সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কাশ্মীর সংকটের সমাধান কেন এত কঠিন, তার পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে। আর এই তিনটি কারণে গোটা বিষয়টি ভারতের নিজের পক্ষে নেওয়ার একতরফা চেষ্টার কাজ না-ও করতে পারে।

প্রথম কারণটি পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতকে ভাগ করার সময় কাশ্মীরের মতো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অবস্থান কী হবে, তা না বলে দেওয়ায় কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়, যা আজও বর্তমান। একদিকে মুসলিম

এবং পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত বৃদ্ধি কাশ্মীরকে বারুদের বাক্সে পরিণত করেছে। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়ার ভারতের সিদ্ধান্ত এই বারুদের বাক্সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটাতে পারে।

এই বিপজ্জনক নীতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ভারতের উচিত পাকিস্তানের সঙ্গে একমত হয়ে দুই দেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমান্তকে খুলে দিয়ে একটি উন্মুক্ত স্থানে রূপান্তরিত করা। যার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারবে। রমেশ কুমার ঠাকুর: জাতিসংঘের সাবেক সহকারী মহাসচিব